বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি, নতুন ভূমিকা

মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে
বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা

ঢাকা: ১৮ মে ২০১৭

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

- ভূমিকা
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: নতুন প্রেক্ষাপট
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান সম্পৃক্ততা
- নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সাড়ে চার দশকে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।
- আয় দারিদ্র্য হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, জন্মহার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, শিশুদের টিকা প্রদান, ডায়রিয়া বা কলেরার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও উদাহরণস্বরূপ।
- উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের সাফল্যে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অব্যাহত ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

ভূমিকা

- বৈশ্বিক পর্যায়ে জাতিসংঘে ২০১৬ সাল থেকে পরবর্তী পনের বছরের জন্য গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, যা এসডিজি বা ২০৩০ এজেন্ডা নামে পরিচিত, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
- এই এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত মূল অভীষ্ট বা লক্ষ্যগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যমেয়াদি যে পরিকল্পনা, তার সাথে অনেকখানিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- অর্থনৈতিক-সামাজিক-পরিবেশ এ তিনটির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের যে চিত্র এসডিজিতে পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশেরও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।
- এটির বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমেই তা সম্ভব হবে। জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা ঘোষণাপত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

- স্বাধীনতার পর সত্তরের দশক থেকেই বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম এখন বাংলাদেশের সর্বত্র এবং প্রায় প্রতিটি গ্রামে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবস্থান পাওয়া যাবে।
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-র তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সংখ্যা ২,৫৩৩।
- এর মধ্যে ২,৩০০টি স্থানীয় এবং ২৫৩টি বিদেশি সংস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

- বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমকে মূলত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) সামাজিক সঞ্চালনা এবং প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন

২) সামাজিক সেবা সরবরাহ

৩) দরিদ্র এবং প্রান্তিক এলাকায় ঋণ ও আর্থিক সেবা প্রদান

৪) সামাজিক ব্যবসা

৫) সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

৬) তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

- বিগত প্রায় তিন দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করেছে – আকারে এবং খাত নিরীখে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে বিদেশি উৎস হতে অর্থ ছাড় (মিলিয়ন ডলার)

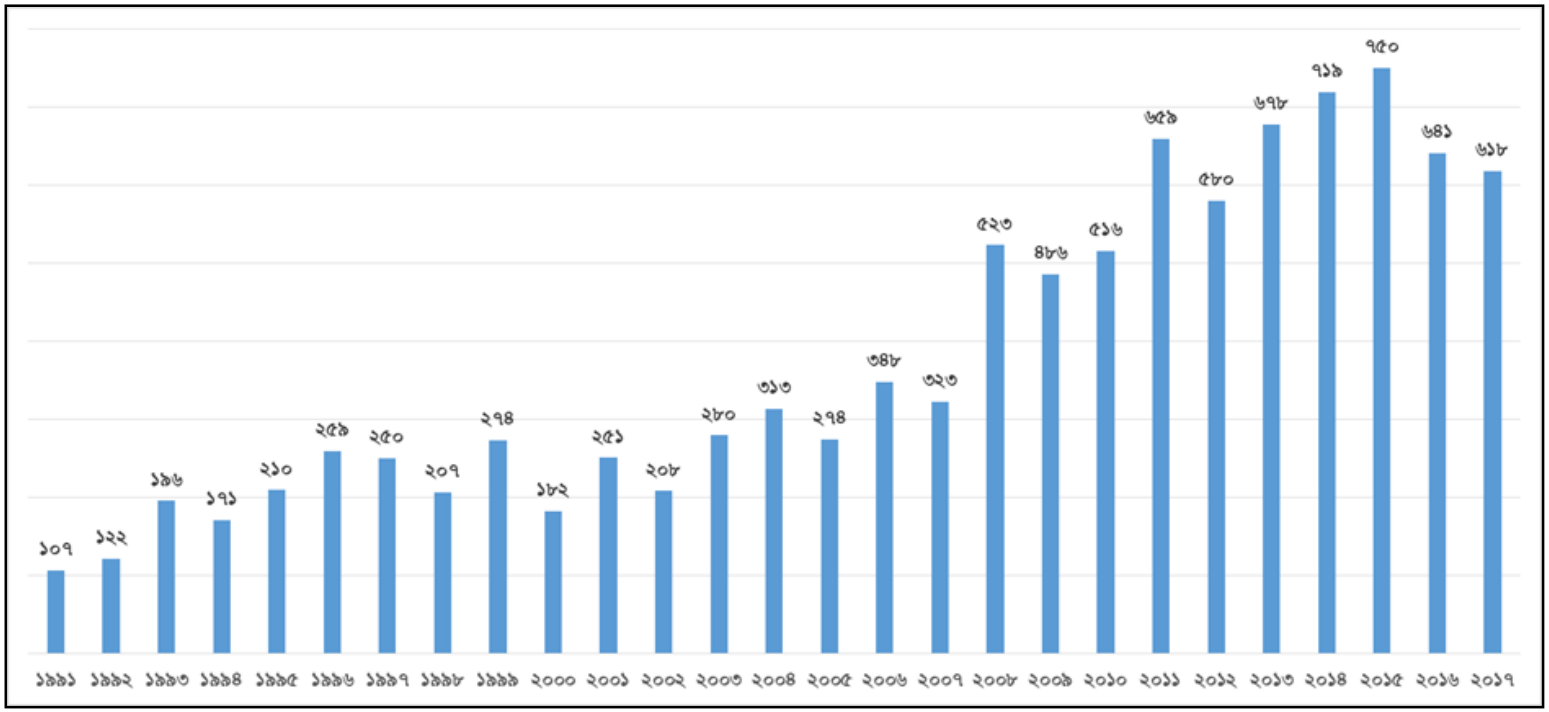

সূত্রঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

- নব্বই দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সুবাদে বিদেশি উৎস হতে ছাড় হওয়া অর্থ মোট সরকারি বিদেশি প্রকল্প অর্থের অংশ হিসেবে গড়ে ছিল ১৮ শতাংশ, যা ২০০০ দশকে এসে ২৩ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।
- ২০১০ দশকের প্রথম ছয় বছরে এ সংখ্যা ২৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে বিদেশি উৎস হতে ছাড় হওয়া অর্থের বড় অংশই এসেছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে।
- ২০১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ছাড়কৃত অর্থের (৪,৭৫৯ কোটি টাকা) প্রায় ৫৭ শতাংশই উপরোক্ত দুই খাতে এসেছে।

খাতওয়ারী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে বিদেশি উৎস হতে অর্থ ছাড়

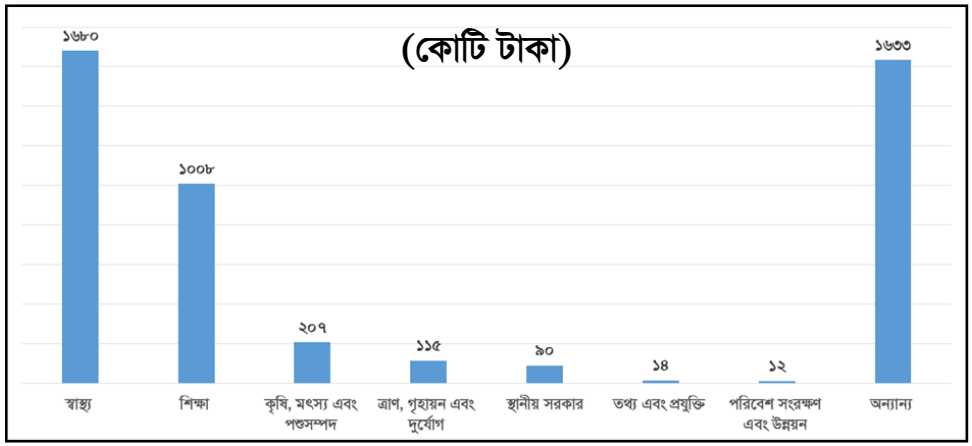

সূত্রঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

- বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বর্তমানে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১) আর্থিক দুর্বলতা	৭) চাকুরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং নিশ্চয়তার অভাব
২) দক্ষ জনশক্তির অভাব	৮) তথ্য এবং গবেষণার অভাব
৩) অপর্যাপ্ত অবকাঠামো	৯) জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ
৪) সরকারি নিয়ন্ত্রণ	১০) রাজনৈতিক চাপ এবং অস্থিতিশীলতা
৫) অর্থ ছাড়ে দীর্ঘসূত্রিতা	১১) নেতিবাচক কর কাঠামো
৬) আন্তঃখাত সমন্বয়হীনতা	১২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: নতুন প্রেক্ষাপট

- সত্যিকার অর্থেই এসডিজি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা।
- এসডিজি এজেন্ডা প্রণয়ন একটি অধিকতর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ভেতর দিয়ে গিয়েছে।
- এই উন্নয়ন এজেন্ডার যে তিনটি মূল স্তম্ভ – অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য – সেগুলোকে টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- একই সাথে এতে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুশাসনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- এসব বিচারে এই উন্নয়ন এজেন্ডা আওতার দিক থেকে অনেক বেশি ব্যাপক, উন্নয়নের গুণগতমানের দিক থেকেও অনেক সংবেদনশীল।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: নতুন প্রেক্ষাপট

- এই এজেন্ডা একই সাথে জনগণ, সমৃদ্ধি, শান্তি, অংশীদারিত্ব এবং ধরিত্রী – এই পাঁচটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে প্রণীত।
- এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে' – সে বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।
- এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এজেন্ডা।
- এই এজেন্ডা সার্বজনীন; সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য।
- এই এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহকে পারস্পরিক সংযুক্ততার আলোকে বিবেচনা করতে হবে।
- এই এজেন্ডা উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: নতুন প্রেক্ষাপট

- এই এজেন্ডাতে জাতীয় প্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।
- এই এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একে অপরকে শক্তিশালী করার এবং কোনো একটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য লক্ষ্যের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। এবং এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে।
- এই এজেন্ডা প্রণয়নের সময় তা বাস্তবায়নের নিয়ামকসমূহও চিহ্নিত করা হয়েছে।
- এ কথা মেনে নেয়া হয়েছে যে, আগামী দেড় দশকে এই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হলে একটি তথ্য বিপ্লবের প্রয়োজন পড়বে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: নতুন প্রেক্ষাপট

- এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে সম্পদের সরবরাহ এবং সঠিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ – তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেশজ সম্পদ আহরণের বিষয়টিতে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
- পরিশেষে, এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো 'মালিকানার ফাঁদে' পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।
- এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিখাত এবং স্থানীয় সরকারের ভূমিকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান সম্পৃক্ততা

- এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ একটি কর্মশালা আয়োজন করে - এ কর্মশালার ফলাফল থেকে কয়েকটি বিশেষ দিক উঠে এসেছে।
- ১) দারিদ্র্য বিলোপ (এসডিজি ১), জেন্ডার সমতা (এসডিজি ৫), অসমতার হ্রাস (এসডিজি ১০) এবং শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (এসডিজি ১৬) অভীষ্টসমূহের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান সম্পৃক্ততা

- যদিও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয় দু'টি প্রাধান্য পায়, কিন্তু এক্ষেত্রে এসডিজি-তে অন্তর্ভুক্ত সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি ৩) এবং গুণগত শিক্ষা (এসডিজি ৪) অভীষ্টদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত অনেক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততা যথেষ্ট নয়। ফলে এক্ষেত্রে তাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
- নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (এসডিজি ৬), সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (এসডিজি ৭), শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি ৮), শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (এসডিজি ৯), জলজ জীবন (এসডিজি ১৪) এবং স্থলজ জীবন (এসডিজি ১৫) অভীষ্টসমূহের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- এসডিজি'র মতো একটি ব্যাপক, বহুমাত্রিক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে গতানুগতিক পরিকল্পনা সফল হবে না।
- সিপিডি'র একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এসডিজি বাস্তবায়নে পাঁচটি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে –

  ১) নীতি পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান

  ২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ

  ৩) আর্থিক সম্পদের যোগান

  ৪) তথ্য আহরণ

  ৫) অংশীদারিত্ব

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
  - এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহের সাথে বর্তমান নীতি ও পরিকল্পনার সামঞ্জস্য তুলনা;
  - এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের পথনক্শা প্রণয়ন, যার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি কমিটি গঠন; এবং
  - এসডিজি'র সূচকসমূহের তথ্য প্রাপ্যতা যাচাই।
- এছাড়া এসডিজি বাস্তবায়নে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অংশীদারিত্ব নিরূপণে এখনও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা

- **দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর**
  - প্রান্তিক মানুষের চাহিদাকে সংগ্রহ করে, তার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নীতি পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে।
  - অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।
  - 'কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে,' তা নিশ্চিত করতে হবে ।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- **সেবা প্রদানকারী**
  - ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছে।
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সরকারের অংশীদার হিসেবেও কাজ করে যাচ্ছে।
  - এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার এই ভূমিকা আরও ব্যাপক করা প্রয়োজন।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- **তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ এবং গবেষণা কার্যক্রম**
  - বিশ্বব্যাপী এসডিজি-তে অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে বেসরকারি তথ্যের ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
  - সরকারি তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার আহরিত তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।
  - একই সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নীতি গবেষণার ক্ষেত্রেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।
  - তাদের এই সামর্থ্যকে আরও সংহত করে এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যবহারের সুযোগ আছে।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- **জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ**
  - সর্বোপরি এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে হবে।
  - জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের।
  - তবে একই সাথে স্থানীয় সরকার, জাতীয় সংসদ, ব্যক্তিখাত বা উন্নয়ন সহযোগীদের দায়িত্বও রয়েছে।
  - ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা নির্দেশ করা এবং প্রতিশ্রুত বা প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার দায়িত্ব।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে হলে চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে
  - সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
  - জোট গঠন
  - কর্মএলাকায় এসডিজি (ও এর বাস্তবায়ন) বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
  - উদ্ভাবনী কর্মপন্থা নিরূপণ

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

- এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে

১) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে একটি **টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাপনার** সুযোগ নিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অনেকাংশেই বিদেশি সাহায্য বা অর্থের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা কমাতে হলে এক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। এর জন্য বাংলাদেশে সরকারি পর্যায় থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জন্য একটি বিশেষ বরাদ্দের প্রবর্তন করা যেতে পারে।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

২) **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি** ছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিজি বাস্তবায়নে তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবে না। টিআইবি'র সাম্প্রতিক গবেষণায় বেসরকারি উন্নয়ন খাতে সক্ষমতা এবং সুশাসনের ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। একই সাথে এক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৩) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে একদিকে যেমন সরকারের সাথে জোট গঠনে গুরুত্ব দিতে হবে, তেমনি তার **স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা** ধরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সেবা প্রদান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের যে যৌথ দায়িত্ব, তা পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

৪) এসডিজি বাস্তবায়নে **সরকারের সাথে অংশীদারিত্ব** নিশ্চিতের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিষয়টি এখনও পূর্ণ অবয়ব পায়নি। বিশ্বের অনেক দেশেই এ বিষয়টি একটি কাঠামোর ভেতরে আনা হয়েছে। অনেক দেশেই এর জন্য একটি পৃথক কমিটি বা অভীষ্টভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়টি পরিবীক্ষণ করে থাকে। কয়েকটি দেশে সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে একটি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্মানবোধ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

৫) এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের **নিয়মিত গুণগত তথ্য-উপাত্ত** সরবরাহের ক্ষেত্রেও আরও সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন।

৬) এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশে কর্মরত বৃহৎ সংখ্যক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার **কার্যক্রমের সমন্বয়ের প্রয়োজন** হবে। এটি প্রস্তাবিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে জোট গঠনেও সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সরকারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কের ভূমিকা রাখতে পারে।

'স্বপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা' প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিবেদনের মালিকানাকে ব্যাপকতর করবে ও তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদ